হযরত খাজা গোলাম রব্বানী (রহ.)-এর
মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

আমার আলো

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ
জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

সূফীবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা শুক্রবার ১৪ এপ্রিল ২০১৭ ❐ ০১ বৈশাখ ১৪২৪ ❐ ১৬ রজব ১৪৩৮ ❐ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ❐ ৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা

হাদিয়া : ১০ টাকা

মোরাকাবা কোরআন-হাদিসে নির্ভুল প্রমাণিত

❑ শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ
নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

শামসুল আরেফিন কিতাবে বর্ণিত আছে– 'ওয়াযে রাহে কে চুপ ইসমে আল্লাহ জাত কে তাছাবুরে ও কালেমায়ে তৈয়ব কি তারতিব কে মোয়াফেকে আক বন্দ করে মোরাকাবা করতা হে। আউর ইসমে জাত কে তাছাবুর কি তলোয়ার হাত মে লিতা হে। তু আপনি উমর বহর কে সগিরা আউর কবিরা গুনাহু আউর নফছে আউর শায়তান কো কতল কারদি না, আউর তামাম রুহে জামিনকে খান্নাছ কারতুম আউর তামাম খাতারাত কো কতল করদিতা হে।'

(হাদিস) 'আত্তাফাক্কারু শা আতান খাইরুম মিন্ ইবাদাতিছ্ ছাকালাইন্।

'এক ঘড়ি কা তাফাক্কার হার দু জাহান কি ইবাদত ছে বড় কারহে চুঁকে আল হযরত (সোয়াদ-লাম-আইন-মিম) হামেশা মোরাকাবা।' হুজুর আউর তাফাক্কুর তামাম মে রাহা কারতেথে। ইসলিয়ে ইস আয়াত ইন্নাল হাসানাতি ইউজ হিবনাছ্ সাইয়াত।

অর্থাৎ, প্রকাশ থাকে যে, যখন চোখ বন্ধ করে আল্লাহর জাতিনাম এবং কলেমায়ে তৈয়্যেবার যথারীতি মোরাকাবা করে এবং আল্লাহর জাতিনামের তলোয়ার হাতে নেয়, তখন নিজের সমস্ত জীবনের সগিরা ও কবিরা গুনাহসমূহকে, নফছকে ও শয়তানকে বলি দিয়ে থাকে। এমন কি সমস্ত জমিনের খান্নাছ এবং তার চাতুরীকে ধ্বংস করে দেয়।

হাদিস শরীফে আছে– 'আত্তাফাক্কারু শা-আতান খাইরুম মিন্ ইবাদাতিছ্ ছাকালাইন্।'

অর্থাৎ, এক ঘন্টা মোরাকাবা করা দুইজাহানের ইবাদতের চেয়েও উত্তম। রাসুল (সঃ) সবসময় মোরাকাবা ও আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন।

আল্লাহপাক এই আয়াতে বলেছেন– 'ইন্নাল হাসানাতি ইউজ হিবনাছ ছাইয়াত।'

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই নেক-আমল বদ-আমলকে ধ্বংস করে দেয়। এই ধ্বংস মানুষের সৃষ্টি দেহ ও আত্মার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সুতরাং নেক-আমলের জন্য দেহ এবং আত্মার মাধ্যমে (দুইকে এক করে) ইবাদত করা প্রয়োজন।

ইন্না ফি খালকিছ সামা ওয়াতি (আল আখের), তফছিরে রুহোল মায়ানিতে লেখা আছে– 'আলআবদু মোরাকাবুন মিনান নাফছিল বাতিনা ওয়াল্লাজিনা জ্বাহিরু ওয়াফিল আউয়্যালি ইশারাতু ইলা উবুদিয়া আস-সানি ওয়াফিছ্-ছানি ইশারাতু ইলা উবুদিহিল আউয়্যালি লি আন্না তাফাক্কুরা ইন্নামা ইয়াকুনু বিল ক্বালবি ওয়ার রুহি।'

অর্থাৎ, আত্মা ও ভৌতিক শরীরের মাধ্যমে মানুষ তৈরি। ঐ আয়াতের প্রথম অংশ 'আল্লাজিনা ইয়াজকুরুনাল্লাহা' দ্বারা শরীরের ইবাদতের দিকে ইঙ্গিত করা

৩-এর পাতায় দেখুন

শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

কুতুববাগী কেবলাজানের অমূল্য নসিহতবাণী

* তোমরা প্রত্যেকেই নিজের নফসে আম্মারার সঙ্গে যুদ্ধ করো এবং তাকে বশ মানাতে চেষ্টা করো, তবেই আল্লাহতায়ালা তোমাদের সফল করবেন।
* পীরের খাসলতে খাসলত ধরো, তবেই ত্রাণ ও শান্তি।
* প্রত্যেক নিঃশ্বাসেই খেয়াল কলবের ভিতর ডুবিয়ে রাখো, নইলে (পথভ্রষ্ট) হালাক হবার ভয় আছে। জীবনভর ইবাদত করে শেষ নিঃশ্বাসের সময় আল্লাহকে ভুলে মরলে সমস্ত ইবাদত বিনষ্ট হয়ে যাবে, বেঈমান হয়ে মরবে। তাই আল্লাহর প্রিয় অলি-বান্দাগণ ঈমানের সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার জন্য, মহান আল্লাহতায়ালার হুজুরে জীবনভর কাঁদছেন। তোমরা ঈমানের সঙ্গে মরার জন্য কয়দিন কেঁদেছো? মাতালের মত বেহুশ হয়ো না, হুঁশিয়ার হও! অমূল্য জীবন স্বপ্নের মত চলিয়া যাইতেছে, ফিরে আর পাবে না।
* যদি পরিপূর্ণ মুসলমান হতে চাও, তবে শরিয়তের ছোট বড় যাবতীয় হুকুম-আদেশ মেনে চল। তবেই মারেফতের জ্ঞান লাভ করা তোমাদের জন্য সহজ হবে।
* যারা আমার শিষ্যত্ব বা বাইয়াত গ্রহণ করবে, তারা চুরি করবে না, মিথ্যা বলবে না, অন্যের গীবত করবে না, জিনা-ব্যাভিচার করবে না,

৩-এর পাতায় দেখুন

উছিলা বা মধ্যস্থতা ধরার ব্যাপারে কোরআন মাজিদে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন– 'হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) বেহেশত থেকে বের হওয়ার পর, চল্লিশ বছর যাবত কিছুই পানাহার করেননি। আর লজ্জার কারণে তিনশ বছর যাবত উপরের দিকে মাথা তোলেননি। এই সুদীর্ঘ সময় তাঁরা আল্লাহতায়ালার শাহী দরবারে ক্রন্দনরত ছিলেন (খোলাসাতুত তাফসীর)। হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) সামান্য ভুলের জন্য কত কান্নাকাটি করেছিলেন তার একটি বিবরণ পেশ করেছেন ইমাম ফকরুদ্দীন রাজী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'তাফসীরে কবীর'-এ। এক পর্যায়ে তিনি একখানি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে– 'হযরত নবী করিম (সঃ) এরশাদ করেছেন– 'যদি সারাদুনিয়ার মানুষের কান্নাকাটি একত্রিত করা হয়, তবুও হযরত দাউদ (আঃ)-এর কান্নাকাটিই

শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

অধিকতর হবে। আর যদি সারাদুনিয়ার মানুষের ক্রন্দন এবং হযরত দাউদ (আঃ)-এর ক্রন্দনকে একত্রিত করে হযরত নূহ (আঃ)-এর ক্রন্দনের পাশাপাশি রাখা হয়, তাহলে হযরত নূহ (আঃ)-এর ক্রন্দনই অধিকতর প্রমাণিত হবে। আর যদি সারাদুনিয়ার মানুষের ক্রন্দন এবং হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত নূহ (আঃ)-এর ক্রন্দনকে একত্রিত করা হয়, আর যদি হযরত আদম (আঃ) এর একটি ভুলের জন্য যে ক্রন্দন করেছিলেন তা সামনে রাখা হয়, তাহলে হযরত আদম (আঃ)-এর ক্রন্দন অধিকতর বলে প্রমাণিত হবে' (তাফসীরে কবীর- ১ম খন্ড)। হযরত আদম (আঃ)-এর কান্নাকাটির কারণে, তাঁর প্রতি আল্লাহপাকের দয়া হলো। তিনি তাঁকে তওবার পন্থা শিখিয়ে দিলেন আর যে ভাষায় তওবা করতে হবে তাও শিখিয়ে দিলেন। হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে রয়েছে যে, হযরত আদম (আঃ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রাসুলে করিম (সঃ)-এর উছিলা নিয়া আল্লাহপাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হয়েছেন। তখন আল্লাহপাক তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন– 'হে আদম! মুহাম্মদ (সঃ)-কে তুমি কীভাবে জানলে?' তদুত্তরে হযরত আদম (আঃ) আরজ করলেন– 'হে প্রভু! আমার সৃষ্টির পর আমি যখন আরশের দিকে তাকালাম তখন তাতে দেখতে পেলাম লেখা রয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ' (সঃ)। তখনই আমি

২-এর পাতায় দেখুন

লাইলাতুল মেরাজ মহিমান্বিত এক রজনী

নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি

লাইলাতুল মেরাজ বা মেরাজের রজনী, যা সচরাচর শব-ই মেরাজ হিসাবে আখ্যায়িত। যে রাতে আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহতায়ালার ইচ্ছায় অলৌকিক উপায়ে ঊর্ধ্বাকাশে আরোহণ করেছিলেন এবং স্রষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করেন সেই রাত শব-ই মেরাজ বা সাক্ষাতের রজনী হিসেবে পরিচিত। মুসলমান সমাজ এবাদত-বন্দেগীর মধ্য দিয়ে এই রাতটি উদযাপন করেন। ইসলাম ধর্মে শব-ই মেরাজের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কেননা এই মেরাজের মাধ্যমেই ইসলাম ধর্মের পঞ্চস্তম্ভের দ্বিতীয় স্তম্ভ অর্থাৎ, নামাজ মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যক বা ফরজ নির্ধারণ করা হয়। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের বিধান নির্দিষ্ট করা হয় শব-ই মেরাজের মাধ্যমে। ইসলামের ইতিহাস অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর নবুওয়াত প্রকাশের একাদশ বছরে (৬২০ খ্রিস্টাব্দ) রজব মাসের ২৬ তারিখ দিবাগত রাতে আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) প্রথমে কাবাশরীফ থেকে জেরুজালেমে অবস্থিত বায়তুল মুকাদ্দাস বা মসজিদুল আকসায় গমন করেন। সেখানে তিনি নবীদের জামায়াতে ইমামতি করেন। অতঃপর তিনি বোরাক নামে একটি প্রাণি, যার ডানা আছে, স্বর্গীয় সেই বিশেষ বাহনে আসীন হয়ে ঊর্ধ্বলোকে গমন করেন। ঊর্ধ্বাকাশে সিদরাতুল মুনতাহায় তিনি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করেন। সিদরাতুল মুনতাহা হচ্ছে ঊর্ধলোকের সেই পর্যন্ত, যতটুকু পর্যন্ত জিব্রাইল (আঃ) যেতে পারেন বা তাঁর অবস্থানস্থল ফেরেশতা জিব্রাইল (আঃ) তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন। [১] কোরআন শরীফের সূরা বনি ইসরাঈল এর প্রথম আয়াতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

উচ্চারণ: 'সুবহানাল্লাজি আস্রা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসিজদিল হারামী ইলাল মাসিজদিল আকসা।'

অর্থাৎ: 'পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি তাহার এক বান্দা হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কে মসজিদে হারাম (কাবাঘর) থেকে মসজিদে আকসা (বাইতুল মোকাদ্দাস) পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়েছেন। এর মধ্যে তাঁকে অসংখ্য নিদর্শনাবলী দেখান হয়েছে।

পবিত্র মেরাজুন্নবী (সঃ) নবুয়তের একাদশ বছরের মাঝামাঝি রজব মাসের ২৭তম রাতে মক্কা শরীফে উম্মেহানীর (রাঃ) বাসগৃহ থেকে অনুষ্ঠিত হয়। এই মেরাজুন্নবী (সঃ) এর সবচেয়ে রহস্যপূর্ণ মোজেজা এর মাধ্যমে সব নবীদের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। আরশের ওপর আরোহন ও মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে

২-এর পাতায় দেখুন

উছিলা বা মধ্যস্থতা ধরার ব্যাপারে

প্রথম পৃষ্ঠার পর
উপলব্ধি করেছি যে, আপনার মহান দরবারে সর্বাধিক সম্মানের অধিকারী হলেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। এ জন্যই তাঁর উছিলা নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি। তখন আল্লাহপাক এরশাদ করেন– 'হে আদম! তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তিনি তোমাদেরই সন্তান। তাঁকে সৃষ্টি না করলে আমি তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না (খোলাসাতুত তাফসীর)।
অতঃপর আল্লাহপাক হযরত আদম (আঃ)-কে শিক্ষা দিলেন, কোন কথা বললে তওবা কবুল হবে, কোন দোয়া পাঠ করলে তাঁর আরজি মঞ্জুর হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে, সেই দোয়াটি হল– 'রাব্বানা জ্বালাম্না আন্ ফুছানা ওয়া ইল্লাম-তাগ্ফিরলানা ওয়াতার হাম্না লানা কূনান্না মিনাল খাছিরিন'।
অর্থ: হে আমাদের পালন কর্তা! আমরা আমাদের নিজেদের উপর জুলুম করেছি যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন। আর আমাদের উপর দয়া না করেন তাহলে অবশ্যই আমরা নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের মধ্যে গণ্য হয়ে যাব। এই কথাগুলো দ্বারা হযরত আদম (আঃ) মোনাজাত করলেন, আল্লাহতায়ালা তখন তাঁর তওবা কবুল করলেন। সূরা আ'রাফের এক আয়াতের ঘোষণা অনুযায়ী হযরত আদম ও হাওয়া (আঃ) উভয়ে এই দোয়া করেছিলেন। মোট কথা রাসুল (সঃ)-কে উছিলা ধরার কারণে আল্লাহতায়ালা গুনাহ্ মাফ করলেন এবং তওবা কবুল করলেন। হে পাঠকগণ! কোরআন ও হাদিস পর্যালোচনা করে দেখা গেল, আল্লাহতায়ালার গোপন ভেদ ও রহস্য লুকাইয়া আছে। যদি আদম (আঃ) ভুল না করতেন আমরা সৃষ্টি হতাম কীভাবে? এখন এই হাকিকতের ভেদ বুঝতে হলে চৈতন্য গুরু বা কামেল মুর্শিদের সান্নিধ্যে যেতে হবে এবং তাঁর কাছে গেলে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির রহস্য জানা যাবে।
পবিত্র কোরআনে আছে– 'ওয়া লাও আন্নাহুম ইয্ য্বালামু আন্ ফুসাহুম্ জ্বাউকা ফাস্তাগফারুল্লাহা ওয়া-সতাগফারা ওলাহুমুর রাসুলু লাওয়াজ্বাদু-ল্লাহা তাওয়্যা বার্ রাহিমা' (সূরা : নিসা, আয়াত ৬৪)।
অর্থ : যদি এ সকল লোকেরা নিজেদের আত্মাসমূহের ওপর অত্যাচার করে, হে নবী (সঃ) আপনার দরবারে এসে হাজির হয়ে যায় এবং আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবায়ে নছুহা করে এবং আপনিও (ইয়া রাসুলুল্লাহ সঃ) তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন, তাহলে নি:সন্দেহে এরা আমি আল্লাহতায়ালাকে তওবা কবুলকারী, ক্ষমাকারী মেহেরবান হিসেবে পাবে। এ আয়াতে কারীমা দ্বারা প্রমাণ হয়ে গেল রাসুল (সঃ) প্রত্যেক গুনাহ্গারের জন্য সর্বসময় (কিয়ামতাবধি) মাগফিরাতের (ক্ষমা) উছিলা।
পবিত্র কোরআনে আছে– 'ইয়া আইয়্যুহাল্লাযি-না আ-মানু আত্বীউল্লা-হা ওয়া আত্বীউর রাসুলা, ওয়া

উলিল আম্রী মিন্কুম, ফাইন্ ত্বানা যাতুম-ফী শাইয়িন্ ফারুদ্দুহু ইলাল্লা-হি ওয়ার রসুলী ইন্ কুন-তুম তুমিনূনা বিল্লা-হি ওয়াল ইয়াওমি-ইল আখির, যা-লিকা খারুওঁ ওয়া আহসানু তাবিলা' (সূরা : নিসা, পারা- ৪ আয়াত- ৫৯)। অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ-রাসুল (সঃ) ও আউলিয়াগণের আনুগত্য কর। কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে তা আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-এর ওপর ন্যস্ত কর। যদি আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখ, এ ব্যবস্থা তোমাদের জন্য উত্তম।
সূরা : ইউনুছ এর ৬২-৬৫ নং আয়াতে উল্লেখ আছে– 'আলা ইন্না আওলিয়া আল্লাহি-লা খওফুন আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্যানুন।' আল্লাযীনা আ-মানু ওয়াকানু ইয়াত্তা কুন। লাহুমুল বুশ্রা ফিল হা-ইয়া-তিদ দুনইয়া ওয়া ফিল আখিরাহ, লা-তাবদীলা লিকালিমা তিল্লাহু, যা-লিকা হুওয়াল ফাউযুল আযীম।' অর্থ : জেনে রাখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নাই এবং তাঁরা কোন বিষয়ে দুঃখিত হবেন না। যারা বিশ্বাস করেন এবং সাবধানতা অবলম্বন করেন, তাদের জন্য পার্থিব জীবনে ও পরলৌকিক জীবনে সু-সংবাদ আছে। আল্লাহতায়ালার বাণীর কোন পরিবর্তন নাই এটিই মহা সাফল্য।
'ইনাল্লাহা ক্বালা মান আদালি ওয়ালিইয়ান আযানতুহু বিল হারবী, ওয়ামা তাক্বাররবা ইলাইয়া আবদি বিশাই-ইন আহাব্বু ইলাইয়া মিম্মা ইকতারাসতু আলাইহি, ওয়ামা ইয়াযানু আবদি সামআহ আল্লাজি ইয়াসমাউ বিহী ওয়া বাসারাহু লাল্লাযি ইয়ুবসিরু বিহী ওয়াইয়াদাহু লাল্লাতি ইয়াবতিশু বিহা ওয়ারিজলাহু লাল্লাতি ইয়ামশি বিহা আলফা' (হাদিসে কুদ্সী, রাওয়াহু বুখারী ও মিশকাত শরীফ)।
অর্থ : আমার বান্দা ফরজ আদায়ের মধ্য দিয়ে আমার নৈকট্য লাভ করে, ফরজ আদায়ের পর নফল ইবাদতের মাধ্যমে তারা আমার ভালোবাসা লাভ করে, আমি যখন কাউকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে। আমি তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে। আমি তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে। আমি তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলে। যখন সে আমার কাছে কিছু চায় আমি তাকে তা দিই।'
কোরআন শরীফের সূরা : বাক্বারা, পারা-২ আয়াত-১৫৪ এ উল্লেখ– 'ওয়ালা-তাকুলু লিমাই ইয়ুক্বতালু ফী-সাবীলিল্লা-হি আমওয়াত; বাল্ আহ্ইয়া উওঁয়ালা কিল্ লা-তাশউরুন।'
অর্থ : যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে, তাদেরকে মৃত মনে কর না বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বোঝ না।
সূরা : ইমরান, পারা-৩ আয়াত-১৬৯-এ আছে– 'ওয়াল তাহ্সাবান্নাল্লাযীনা কুতিলু ফী-সাবিলিল্লা-হি আমওয়া তা, বাল আহ্ইয়া-উন ইন্দা রাব্বিহিম ইউরযাকু-ন'।
অর্থ : যারা আল্লাহর মহব্বতে জীবনকে উৎসর্গ করেছে, তাদেরকে মৃত মনে কর না, বরং তারা জীবিত, স্বীয় রবের নৈকট্যপ্রাপ্ত, স্বীয় রবের পক্ষ থেকে রিযিকপ্রাপ্ত।'
'ক্বালা উমর বিন খাত্তাব রাদিআল্লাহুতায়ালা আনহু আন্নাহু ক্বালা ক্বালা রসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদ-দু-আউ মাউকুফুন বাইনাসামাওয়াতি ওয়াল আরদ্ব ইল্লা বিস্সালাহ' (মিশকাত শরীফ)।
অর্থ : হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিস– নবী করীম (সঃ) বলেছেন যে, দরূদ শরীফ পাঠ করা না হলে উম্মতের দোয়াসমূহ আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে। যখন দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, তখন তা আল্লাহতায়ালার দরবারে পেশ করা হয় এবং তা কবুল হয়।'
হাদিস– 'মান আদালি ওয়ালি ইয়ান ফাকাদ আযান তাহু বিলহারবী' (রাওয়াহু মুসলিম)।
অর্থ : যে ব্যক্তি আমার কোন আউলিয়ার সঙ্গে শত্রুতা বা দুশমনি করে, আমি তাকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানাই।
'আন আলী কারামাল্লাহু ওয়াজহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বালা ইন্নি সামিইতু রাসুলাল্লাহি (সঃ) ইয়াকুলু আল আবদালু ইয়াকুনুনা বিশশামী ওয়াহুম আরবাউনা রজুলানা কুল্লামা মাতা রজুলুন আবদাল্লাতু মা কানাহু রুজালান ইউহক্বা বিহিমুল গাইনু ওয়াইনতাসারু বিহিম আলাল আদা-ই-ওয়া ইউতনরাফু আন আহলিমশামী বিহীমুল আজিব্বু' (রওয়াহু মিশকাত)।
হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নবী করিম (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সিরিয়ায় চল্লিশজন আবদাল আছেন তাদের উছিলায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়, শত্রুরা তাদের উছিলায় পরাজিত হয় এবং তাদের উছিলায় সিরিয়াবাসীদের ওপর থেকে আযাব দূরীভূত হয়' (মিশকাত শরীফ)।
হে সম্মানিত পাঠকগণ! মহান আল্লাহতায়ালার সৃষ্টির শুরু থেকেই উছিলার মাধ্যমে সকল কিছু সম্পন্ন করে আসছেন। অথচ আল্লাহতায়ালার কথা অমান্য করে কিছু সংখ্যক মানুষ কোরআন ও হাদিসের অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে বর্তমান সমাজে অশান্তি করছেন। তাই এদেরকে মহান আল্লাহতায়ালা হেদায়েত দান করুন, আমিন।

লাইলাতুল মেরাজ মহিমান্বিত

বিশ্বের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, গবেষক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ এ ঘটনায় বিস্ময়ে নির্বাক। এটা কী আশ্চর্য, অদ্ভুত অকল্পনীয় ব্যাপার, যা ইতিপূর্বে কখনো সংঘটিত হয়নি। এই বিস্ময়কর ঘটনা ঈমানদারের ঈমানাকে করেছে আরো শাণিত ও মজবুত। পক্ষান্তরে দুর্বলচিত্ত ও সংশয় প্রকাশকারীদের ঈমানকে করে নড়বড়ে। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাসকে ঠেলে দিয়েছে গহীন অন্ধকারে।

প্রথম পৃষ্ঠার পর
ধন্য হবার মাধ্যমে, তাঁর মহান মর্যদা প্রমাণিত। এই মেরাজ তিন ভাগে বর্ণিত। (এক) মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা। (দুই) সেখান থেকে সিদরাতুল মুনতাহা। (৩) সেখান থেকে আরশেআজিম পর্যন্ত বা আল্লাহতালা যতটুকু নিয়ে গেছেন ততটুকু পর্যন্ত। প্রথামাংশ : ইসরা, দ্বিতীয়াংশ-মেরাজ, তৃতীয়াংশ-ইরাজ। পবিত্র কোরআন এর সূরা বনী ইসরাঈল ও সূরা আন্জামে এটি বর্ণিত আছে। তারপরও বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা এ রজনীর মহিমা প্রমাণিত। ইসলামের দ্বিতীয় রুকন নামাজ এই রাতে ফরজ হয়। প্রথমে আল্লাহতায়ালা দৈনিক পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাজ নির্ধারণ করে দিলেও হযরত মুসা (আঃ) এর সহযোগিতায় মহান আল্লাহর ইচ্ছায় তা পাঁচ ওয়াক্ত স্থির করা হয়। নবীগণ ইন্তেকালের পরও যে মানব কল্যাণ করতে পারেন, তা হযরত মুসা (আঃ)-এর সহযোগিতার দ্বারাই প্রমাণিত। এ রাতের অল্প সময়ের মধ্যে এ ধরণের অলৌকিক ভ্রমণের ঘটনা সম্পন্ন হওয়া মহান আল্লাহর অপরিসীম কুদরতেরই নিদর্শন। মেরাজের রাতে রাসুলুল্লাহ (সঃ) কে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনগুলো দেখানো হয়েছে। নবীজীকে আল্লাহ কর্তৃক সাক্ষাৎ দানে ধন্য করা, রহস্যপূর্ণ জ্ঞানদান করে তাঁর অন্তরের প্রশান্তি, উম্মতদের মুক্তির নিশ্চয়তা, জান্নাত-জাহান্নাম পরিদর্শন করানোর লক্ষ্যে সশরীরে জাগ্রত অবস্থায় প্রিয় নবী (সঃ) আল্লাহতায়ালা জগতসমূহে ভ্রমণ করিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে মেরাজের ঘটনাকে মানুষের জন্য পরীক্ষা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কারণ দুর্বল ঈমানের অধিকারী অনেকে এই ঘটনাকে বিশ্বাস করতে না পেরে ধর্মত্যাগ করেছে। মেরাজের ঘটনার ওপর আস্থা বিশ্বাস স্থাপন করাই হচ্ছে মজবুত ঈমানদারের পরিচয়।
পবিত্র শব-ই মেরাজ সম্পর্কে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদদের অভিমত বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত। মেরাজের ঘটনা সমগ্র মানবজাতির জন্য সত্যি এক অনুপম বিস্ময়কর ঘটনা। মেরাজের ঘটনা যে বিশ্বাস করল না সে তার ঈমানকে দুর্বল করল। স্বয়ং আল্লাহতায়ালা মেরাজের ঘটনার ওপর বিশ্বাস রাখার কথা বলেছেন। পবিত্র শবে মেরাজ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আলেমদের অভিমত হচ্ছে, মেরাজ মহানবী (সঃ) এর একটি শ্রেষ্ঠ মুজিযা। এটি মানব ইতিহাসে অবিস্মরণীয় বিস্ময় জাগানো যুগান্তকারী ঘটনা। ইসলামের ইতিহাসে এ ঘটনা ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত ও অর্থবহ। বিশ্বের বিশিষ্ট চিন্তাবিদ, গবেষক, দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ এ ঘটনায় বিস্ময়ে নির্বাক। এটা কী আশ্চর্য, অদ্ভুত, অকল্পনীয় ব্যাপার। যা ইতিপূর্বে কখনো সংঘটিত হয়নি। এই বিস্ময়কর ঘটনা ঈমানদারের ঈমানাকে করেছে আরো শাণিত ও মজবুত। পক্ষান্তরে দুর্বলচিত্ত ও সংশয় প্রকাশকারীদের ঈমানকে করে নড়বড়ে। অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাসকে ঠেলে দিয়েছে গহীন অন্ধকারে। মেরাজুন্নবী (সঃ) এর দুটো সমন্বিত নাম হচ্ছে মেরাজুন্নবী (সঃ) প্রথমটি সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথম আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। দ্বিতীয়টি মুতাওয়াতির ও মশহুর হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। হাফেজ ইবনুল কাসীর (রাঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে পঁচিশজন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁদের থেকে মেরাজ সংক্রান্ত হাদিস বর্ণিত রয়েছে। ইসলামী পরিভাষায় রাসুলে করিম (সঃ) মসজিদে আকসা থেকে সপ্তাকাশে ভ্রমণ করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হওয়ার যাবতীয় ঘটনা প্রবাহকে মেরাজ বলা হয়। উম্মতের অধিকাংশ আলেম, চিন্তাবিদ ও সাধারণ মুসলমান এই আক্বীদা পোষণ করেন যে, মেরাজ রাসুলের দৈহিক ও জাগ্রত অবস্থায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেরাজুন্নবী (সঃ) যে রাসুলুল্লাহ (সঃ) স্বশরীরে হয়েছে এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো এ ঘটনা নিয়ে জনসমাজে বিতর্ক সৃষ্টি হওয়া। ঘটনাটি যদি নিছক আত্মিক বা স্বপ্নযোগে হতো, তাহলে ইসলামের পক্ষ-বিপক্ষ কোন মহলই এ নিয়ে বিতর্ক করতেন না। সবাই বিনা বাক্যে নির্দ্বিধায় মেনে নিতেন। নি:সন্দেহে মেরাজ মানব ইতিহাসের বিস্ময়কর ঘটনা। পবিত্র শব-ই মেরাজ গোটা মুসলিম জাহানের জন্য গৌরব বা অহঙ্কারের বিষয়, কারণ আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কেই একমাত্র মেরাজ (সাক্ষাৎ) প্রদান করেছেন আল্লাহতায়ালা। পৃথিবীর আর অন্য কোন নবীকে আল্লাহতায়ালা মেরাজ প্রদান করেননি। এই মেরাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মহান আল্লাহতায়ালা নবী করিম (সঃ) কে কয়েক স্তরের মেরাজদান করেছেন। এটা হচ্ছে : মেরাজে বসরী ঃ খানায়ে কাবা বায়তুল্লাহ শরীফ থেকে মসজিদে আকসা বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত প্রথম স্তরের বসরী মেরাজ। এই বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদে লক্ষ-লক্ষ নবীগণ নবী করিম (সঃ) এর ইমামতিতে নামাজ আদায় করেন। এ হচ্ছে নবী করিম (সঃ) এর শ্রেষ্ঠত্বেরই প্রমাণ। কারণ পৃথিবীর সমস্ত নবীর ইমাম হচ্ছেন রাসুলে করিম (সঃ)। পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় হচ্ছেন নবীগণ। ঐ নবীগণের ইমামরূপে নামাজ আদায় করিয়ে আল্লাহ তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। এরপর মেরাজে মরকী (ফেরেশতা জগতের মেরাজ) বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম আকাশ হয়ে সিদরাতুল মুনতাহা অর্থাৎ, হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর অবস্থান স্থল পর্যন্ত নবী করিম (সঃ) কে নবীগণ সংবর্ধনা প্রদান করেন। প্রথম আসমানে হযরত আদম (আঃ), দ্বিতীয় আসমানে হযরত ইয়াহিয়া (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ), তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আঃ), পঞ্চম আসমানে হযরত হারুন (আঃ), ষষ্ঠ আসমানে হযরত মুসা (আঃ), সপ্তম আসমানে হযরত ইব্রাহিম (আঃ) এর সাক্ষাৎ হয়। তারপর সেখানে থেকে নবী করিম (সঃ) সিদরাতুল মুনতাহায় গমন করেন। এরপর হযরত জিব্রাইল (আঃ) বলেন, আমার আর যাওয়ার ক্ষমতা নেই। যেখানে হযরত জিব্রাইল (আঃ) এর যাওয়ার ক্ষমতা নেই, সেখানে নবী করিম (সঃ) যাওয়ার ক্ষমতা রাখলেন। এখান থেকেই প্রমাণ হয় নবী করিম (সঃ) এর মহিমার অনন্য গৌরব।

কুতুববাগী কেবলাজানের অমূল্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর
অপরের হক নষ্ট করবে না, এসব থেকে বিরত থাকলেই কামেলে ইনসান হতে পারবে।
পরম আত্মার সঙ্গে নিজের আত্মার যোগসূত্র করা প্রতিটি মানুষের অবশ্যই কর্তব্য এবং সে বিদ্যাই সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যা, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহতায়ালার দর্শনলাভ করা যায়। কামেলপীরের 'তাওয়াজ্জুহ্' বলে মুরিদের মুর্দা দিল জিন্দা হয়ে প্রকৃত সত্যকে অনুধাবন করতে পারে। মুর্দা দিল জিন্দা হলে ওই দিলে আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)এর খাস মহব্বতের ফয়েজ ওয়ারেদ (বর্ষিত) হইতে থাকে। কেবল তখনই মানুষ হুজুরি দিলে নামাজ আদায় করতে সক্ষম হয়। শুধু মুখে আল্লাহর নাম আর অন্তরে দুনিয়ার চিন্তা এমন নামাজে কোনো ফল নাই। তাই রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন– 'নামাজই নয় হুজুরি দিল ব্যতীত' সুতরাং নামাজ পড়বার সময় চিন্তা বা খেয়াল সর্বদিক হইতে ফিরাইয়া নিজের কলবের ভিতর ডুবিয়ে রাখো। যতক্ষণ খেয়াল কলবে থাকবে, ততক্ষণ আল্লাহতায়ালাকে মনে থাকবে। যখনই খেয়াল কলব থেকে বের হয়ে যাবে, তখনই আল্লাহকে ভুলে যাবে। নামাজের সময় যদি আল্লাহকেই মনে না থাকে, তবে কাকে সিজদা করছো? তা চিন্তা করে দেখো। আল্লাহর হুজুরে তোমরা অল্প সময়ের জন্যই দাঁড়িয়ে থাকো। সুতরাং এ সামান্য সময়ের জন্য মন ও মুখ এক করে আল্লাহতায়ালাকে সিজদা করো।
রাসুলুল্লাহ (সঃ)এর মহব্বতই প্রকৃত ঈমান। রাসুলুল্লাহ (সঃ)এর মহব্বত যার অন্তরে যতটুকু তার ঈমানও ততটুকু।
যদি তোমরা আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)এর মহব্বত অন্তরে সৃষ্টি করতে চাও, তবে কামেল পীরের সাহচার্য সন্ধান করো।
কলব আল্লাহতায়ালার ভেদের মহাসমুদ্র এবং এ কলবের মধ্যেই আল্লাহতায়ালার নিদর্শনসমূহ লাভ করা যায়। যেমন ক্ষুদ্র একটি বটের বীজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আর একটি বটগাছ। তেমনি আল্লাহতায়ালা মানব দেহের মধ্যে লুকিয়ে থাকেন। কিন্তু নফসের কু-খায়েশের কারণে মানব দেহের অন্তরাত্মা ময়লাযুক্ত হয়ে যায়।
আল্লাহতায়ালার ভেদের নিদর্শনসমূহ অনুধাবন করতে হলে, তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে হলে, কলবকে আয়নার মত স্বচ্ছ করতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহতায়ালার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে না পারবে, ততক্ষণ তোমার আত্মা অতৃপ্ত থাকবে এবং যখন তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে পারবে, তখন তোমার অন্তর এক অনাবিল শান্তির অধিকারী হবে।
যখন তুমি তোমার ময়লা দিলকে পীরে কামেলের পবিত্র দিলের সঙ্গে মিশাতে পারবে, সে মুহূর্তে তোমার অন্ধকার দিল আল্লাহর নূরে আলোকিত হবে।
মুর্শিদে কামেলের পথই প্রকৃত সত্যের পথ এবং গজব থেকে বাঁচার উপায়।
আল্লাহতায়ালাকে পাওয়ার জন্য অনেক দুঃখ-কষ্ট, ত্যাগ ততীক্ষা ও লোক নিন্দা সহ্য করতে হয়।

মোরাকাবা কোরআন-হাদিসে

প্রথম পৃষ্ঠার পর
হয়েছে। এবং শেষ অংশ 'ওয়া ইয়াতা ফাক্বারুনা ফি খালকিছ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি' দ্বারা আত্মার ইবাদতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেহেতু তাফাক্কোর করা শরীর দিয়ে হয় না, অন্তর দিয়েই হয়ে থাকে। তাই নফল ইবাদতের মধ্যে মোরাকাবা উত্তম। হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন– 'আন আবি হুরাইরাতা ক্বালা ক্বালা রাসুলুল্লাহি সলল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিকরাতু সা আতান খাইরুম মিন্ ইবাদাতি সিত্তিনা সানাহ্।'
অর্থাৎ, আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে– 'রাসুল (সঃ) বলেছেন, ৬০ বছর নফল ইবাদতের চেয়ে এক ঘন্টা মোরাকাবা করা উত্তম। মোরাকাবা উত্তম হওয়ার দুইটি কারণ রয়েছে, যেমন তাফছিরে রুহোল বয়ানে সূরা আল ইমরানে আছে– 'ইয়া তাফাক্বারুনা ফি খালকিছ সামা ওয়াতি ওয়াল আরদি (আল আখের)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে– 'ওয়াফিল ফাছিলি ওয়া জাহানি আহাদু হুমা ইন্নাত তাফাক্বারা ইউ সদাকু ইলাল্লাহি তায়ালা ওয়াল-ইবাদাতু তু সালাকু ইলা সাওয়া বিল্লাহি ওয়াল্লাজি সালাকু ইলাল্লা হি খাইরুম মিম্মা ইউ সালাকু ইলা গাইরিল্লাহি ওয়াস সানি, আন তাফাক্বারা আমালুল ক্বালবি ওয়াত্বয়া আতি আমালুল জাওয়ারিহি ওয়াল ক্বালবু আশরাফু মিনাল জাওয়ারিহি ওয়া ফাকানা আমালুল ক্বালবি আশরাফু মিন আমালিল জাওয়ারিহি।'
অর্থাৎ, নফল ইবাদতের মধ্যে মোরাকাবা শ্রেষ্ঠ হওয়ার দুটি কারণ এই যে, মোরাকাবার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ করা যায়। দৈহিক ইবাদতের মাধ্যমে শুধু আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ লাভ হয়। পক্ষান্তরে ইন্দ্রিয়সমূহ থেকে আত্মা উত্তম। সুতরাং আত্মার কাজ মোরাকাবা করা। মোরাকাবা নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।
হাদিস শরীফে এবং তফছীরে খোলাছায় ঐ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে– 'আয়াত ওয়া আহাদিস যাকার আউর যাকের কি মদহি ওয়া সানামে শাহিদে জাহের আউর দলিলে মুসলিম মে মাগার যিকের দাওয়াম বিদুনে ফকর মহকিন হী নেহী আউর ফকর মুনতাহা মে যিকির হে, মোজাহার মে বাই হাকিসে মরবিয়ে হে, লা ইবাদাতু কা ইতাফাক্কার ফকর কারলিয়েকে মিছাল কুই ইবাদত নেহী, যিকিরকা আ'জা আউর দিলপর আসর হে, আউর লিকার আহা তোয়া আকায়েদ ও রুহ পর হে, যিকির ছে গাফলত দূর হোতি হে ফকর ছে হাস্তি মিট যাতি হে, ইছলিয়ে হযরত সুফিয়ানে মরাকিয়াত কো যিকির ও মশগুল পর ফাউকিয়াত দিয়াহে, যিকিরছে আল্লাহ ইয়াদ আতাহে ফকরছে আপনি খুদি জু-বানায়ি ফাসাদ হে বহুল যাতাহে।
অর্থাৎ, জিকিরকারীর প্রশংসা কোরআন-হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে ঠিক। কিন্তু তাফাক্কোর (১) বা মোরাকাবা ছাড়া জিকিরে দাওয়াম অর্থাৎ দিন-রাত্রি সবসময় আল্লাহতায়ালাকে স্মরণ রাখা সম্ভব হয় না। মোরাকাবা হলো জিকিরের শেষ দরজা। ওই তফছীরে খোলাছায়ে মাজহারী থেকে বায়হাকী বর্ণিত হাদিসে লেখা আছে, নফল ইবাদতের মধ্যে তাফাক্কোর বা মোরাকাবার মত আর কোন প্রকার ইবাদত নেই। জিকিরের ক্রিয়া শরীর ও দিলের উপর পতিত হয়। মোরাকাবার ক্রিয়া ধর্ম বিশ্বাস ও আত্মাকে মজবুত করে। জিকিরের মাধ্যমে গাফিলতি দূর হয় এবং মোরাকাবা স্বীয় অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দেয়। এই কারণে সূফীগণ মোরাকাবাকে ইন্দ্রিয় গঠিত ইবাদতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। জিকিরের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা হয় বটে, কিন্তু মোরাকাবা নিজ নশ্বর-সত্ত্বা বা অস্তিত্বকে ভুলিয়ে দেয়। উপরের বর্ণনার মূলে বোঝা যাচ্ছে যে, যতপ্রকার নফল ইবাদতই হোক না কেন, বিশেষ মনযোগের সঙ্গে মোরাকাবা সম্পন্ন করলে তা সকলপ্রকার নফল ইবাদত থেকে অনেকগুণে উত্তম।
টীকা ঃ (১) চিন্তা করা অর্থাৎ মোরাকাবা করা।

ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত

শেষ পৃষ্ঠার পর
মনে করি যে, পীরের কাছে গেলে মানুষ নাফারমান হয়ে যায়, তারা নামাজ-রোজা করেন না। কিন্তু আমি বলছি তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের শিক্ষা, কামেলগুরুর হাতে বাইয়াত হয়ে তার দিক-নির্দেশনার প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়া, আত্মাকে পরিস্কার রাখার জন্য নিরলস কলবের জিকির করে যাওয়া এবং সর্বপরি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে তরিকার অজিফা আমল করা, তরিকাভুক্ত একজন সালেকের (মুরিদ) প্রতিদিনের কাজ বা আমল। কুতুববাগী কেবলাজানের মতো হক্কানী পীরের সান্নিধ্যে এসে সূফীবাদের অন্তর্নিহিত এ সকল আধ্যাত্মবাদের অজানাকে জানতে চেষ্টা করছি। পৃথিবীর অস্থিরতার ঘুর্ণিপাকে জীবিতরা প্রতিদিন একবার করে বেঁচে উঠছি আর শুধু বাঁচার আকুতি নিয়ে যে যার মতো বাঁচে আছি! এ বাঁচার শেষ কোথায়? কখন? তা কেউ জানি না। এভাবে বাঁচতে বাঁচতে একসময় মরেও যায়। মরে কোথায় যায়? এ যাওয়ার শেষইবা কোথায় বা কখন? তাও জানি না। কী করে জানাবো? এসব জানতে হলে আগে জানতে হবে নিজেকে। সমাজে ক্বজন আছি নিজেকে জানা মানুষ? খুব বেশি নেই। আর আত্মশুদ্ধি বা নিজেকে চেনা-জানা ছাড়া কেউই পূর্ণ মানুষ হতে পারবো না। তাই আল্লাহতায়ালা আধ্যাত্মবাদের গুঢ় রহস্য তথা আল্লাহর ভেদ জানতে বলেছেন এবং তা জানার জন্য কামেল অলিআল্লাহ বা কামেলপীর-বুজুর্গদের সান্নিধ্যে যেতে বলেছেন। কোন পথে গেলে আল্লাহর রহমত ও নিয়ামত মিলবে সে পথের সন্ধান তারাই জানেন।
দুনিয়া ও আখেরাত উভয় দিকে যতপ্রকার সুখ-শান্তি আছে এর সবকিছুর আধার হলো সূফীবাদ। শাস্ত্রে বলে– 'অন্তরের সুখই প্রকৃত সুখ বা শান্তি'। আমরা যে দিন-রাত খেটে মরছি একটু সুখ-শান্তির ও স্বাচ্ছন্দের আশায়। আবার কেউ আখেরাতে শান্তিরলাভের আশায় রোজা-নামাজ, হজ-যাকাত করছেন। আবার কেউ কেউ এর তোয়াক্কাই করেন না। অনেকেই মনে করি, কালো টাকা সাদা করার মতো মক্কা শরীফ গিয়ে হজ করলেই আল্লাহতায়ালা সব গুনাহ মাফ করে দিবেন! কোন এক কবি লিখেছেন– 'জন্মই আমার আজন্ম পাপ!' মানুষ সাবালক হওয়ার পর জানা-অজানা ন্যায়-অন্যায়ের ভিতর দিয়ে বেড়ে উঠি। জীবনের মোহে দুনিয়ার রঙিন ডিঙ্গি বেয়ে বেয়ে এক সময় অন্তর আত্মা কলুষিত হয়ে পড়ে। যদি এমন আত্মাকে পরিশুদ্ধ না করি, তাতে জীবনে কিংবা মরণের পর কোন শান্তি বা সুফল বয়ে আনতে পারে? কখনোই পারে না। আর কামেল গুরুর দীক্ষা ছাড়াও আত্মার সম্পূর্ণ শুদ্ধতা অর্জন কখনই সম্ভব না। আমার বিশ্বাস কুতুববাগী কেবলাজানের মহৎ আদর্শ ও ব্যক্তিত্বের কাছাকাছি আসতে পারলে, যেকোন মানুষের জীবনে ও মরণে পরিবর্তন আসবেই। যে নিজের ভুল বুঝতে পারে না, সে অন্যের ভুলও ধরতে পারে না। অথচ আমাদের সমাজের আচরণই যেন উল্টো! আমরা নিজের ভুল না বুঝলেও অপরের ভুল ঠিকই ধরতে পারি! এ কারণে হয়তো অপরে তার নিজের ভুলকে শুধরে নিয়েছেন, কিন্তু আমার ভুলটা তো ভুলই রয়ে গেলো তা শুধরানোর চেষ্টা করা হলো না। আর এভাবেই দিন দিন আমাদের অন্তর জংধরা লোহায় পরিণত হয়েছে যার কোন মূল্য নাই। অবশ্য এ ধরণের মানুষের বেলায় মহান আল্লাহতায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন যে– 'আমি যার অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছি সে কখনই আমার প্রতি অগ্রসর হতে পারবে না'। জানি না কে বা কারা এমন অভিশপ্ত অন্তর নিয়ে জন্মেছি, তাই আমাদের উচিৎ সময় থাকতে যুক্তি ও বাস্তবতার মানদণ্ডে দাঁড়িয়ে সত্যের সন্ধান করা। যে সত্যের মুখোমুখি হয়ে নিজের আমিত্বকে বিলিয়ে দিয়ে কামেল পীরের কাছে আত্মসমর্পণ করা। আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন– 'অ-কূনু-মা'আছ সাদিক্বীন'। অর্থঃ 'তোমরা সত্যবাদিগণের সঙ্গী হও'। আসলেই সত্যবাদিগণের সান্নিধ্যে বা ছহবতে এসে তাঁদের দেখানো পথ অনুসরণ করলে আমরাই সফলকাম হবো। সত্যবাদি কামেল পীরের কাছে রয়েছে সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক ও মহান আল্লাহর গভীর রহস্য-ভেদ! আল্লাহর বাণীর চিরন্তন এই সত্যকে পাশ কাটিয়ে চলতে চলতে একদিন সবই নিঃশেষ হয়ে যাবে। তখন অতিপ্রিয় আপনজনও আর খোঁজ নেবেন না, সদ্যমৃত আপনজনের আত্মাটি এখন কেমন আছে?! সাময়িক জীবনে পৃথিবীর মিথ্যা অহঙ্কারে নিজেরাই নিজেদের ক্ষমা করে শুধু আত্মতৃপ্তির অভিনয় করছি। অথচ নিজেকে ক্ষমা করা সবচেয়ে অজ্ঞতা আর অলসতা ছাড়া আর কী হতে পারে? এমন পরিস্থিতিতে কেবল সূফীবাদের দীক্ষাই পারে অজ্ঞতা, গোড়ামী, অপসংস্কৃতি, অহঙ্কার ইত্যাদি দূর করে জীবনে ও মরণে চিরশান্তির সুবাতাস বয়ে আনতে।

> জংধরা লোহায় পরিণত হয়েছে যার কোন মূল্য নাই। অবশ্য এ ধরণের মানুষের বেলায় মহান আল্লাহতায়ালা ঘোষণা দিয়েছেন যে– 'আমি যার অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছি সে কখনই আমার প্রতি অগ্রসর হতে পারবে না'। জানি না কে বা কারা এমন অভিশপ্ত অন্তর নিয়ে জন্মেছি, তাই আমাদের উচিৎ সময় থাকতে যুক্তি ও বাস্তবতার মানদণ্ডে দাঁড়িয়ে সত্যের সন্ধান করা। যে সত্যের মুখোমুখি হয়ে নিজের আমিত্বকে বিলিয়ে দিয়ে কামেল পীরের কাছে আত্মসমর্পণ করা

বিশ্বাস থাকলে মনে প্রেম

শেষ পৃষ্ঠার পর
মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজানের সান্নিধ্য পেতে শুরু করেছি, তখন থেকেই ধীরে ধীরে বিশ্বাস আর ভালোবাসার প্রতি আমার ধারণা পাল্টাতে থাকে। আমি আমার নিজকে দিয়ে অনেক কিছু প্রমাণ পেয়েছি। প্রত্যেকের মা-ই নিজে কষ্ট করবেন কিন্তু সন্তানের শরীরে একটা ফুলের আঁচড়ও লাগতে দিবেন না। তেমনি আমার মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের মুরিদের প্রতি স্নেহ আর ভালোবাসাও ব্যতিক্রম নয়।
যেদিন প্রথম বাবাজানকে দেখেছিলাম, কেমন যেন একটু অবাক হলাম! প্রশ্নবোধক দৃষ্টি ছিলো মনের মধ্যে তারপরেও কেন জানি বাবাজানের দিকে শুধু তাকিয়েই ছিলাম। মনের ভিতর একটা প্রশ্নটা এমন যে, এতো সুন্দর মানুষ হয় কী করে! বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না পুরো ব্যাপারটা। কেমন করে যেন সেই মুহূর্ত থেকেই নূরের পুতুল খাজাবাবা কুতুববাগীর প্রেমে পরে গেলাম। এই হল আমার নিজের উপর বিশ্বাসের ২য় স্তর। সেই থেকেই শুরু ধীরে ধীরে আমার বিশ্বাসের পাহাড় দিন দিন বেড়ে উঠছে এবং তা আত্মার আলোতে প্রকাশিত এই লেখা পর্যন্ত এসে পৌছেছে। একটা কথা মনে রাখা খুবই জরুরী আর তা হলো, আগে আমার আমিকে বিশ্বাস করতে হবে, নয়তো প্রথম কদমেই ধপাস করে পড়ে যেতে হবে। দয়াল মুর্শিদকে বিশ্বাস আর ভালোবাসার চাদরে মোড়ানোর প্রাণপন চেষ্টা করতে হবে তবেই তিনি আমার আপনার মতো পাপীদের আত্মা পরিষ্কার করে, সেখানে নিজের অবস্থান তৈরি করে নিবেন। আর একটা কথা না বললেই নয়, মুর্শিদের প্রতি আত্মবিশ্বাসের সিঁড়ি যে যতটা নিয়ে যেতে পারবে, আমার বিশ্বাস দুনিয়াতে বসেই সে ততটাই স্বর্গের সুখ ভোগ করবে।
আজকের এই ছোট্ট লেখাটা উৎসর্গ করলাম আমার মহান মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানকে। যার কদমে হাত রেখে আমি বুঝেছি পরম বিশ্বাস কি, আর ভালোবাসা কি। এ যেন এক স্বর্গ প্রেমের হাতছানি যেখানে ক্লান্তিরা এসে একদমই বাসা বাঁধে না। হে মুর্শিদ আপনি আমাদের সকলকে করুণা করুন। আমিন।

মেরাজের উপহার নামাজ

শেষ পৃষ্ঠার পর
থাকলে নামাজে নিজেকে সঁপে দেওয়া বা নামাজের আনন্দ আস্বাদন করা সম্ভব না। এই ধরণের নামাজ শিক্ষা পৃথিবীর সবখানে পাওয়া যায় না। কামেলপীর বা সত্য পথের আদর্শ নির্দেশক নামাজের স্বাদ অনুভবের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আর এটি পূর্ণ মাত্রায় চর্চা হয়ে থাকে কুতুববাগ দরবার শরীফে। কেবলাজান নিজে শিক্ষা দিয়ে থাকেন, কীভাবে নামাজ পড়তে হবে। নামাজের মাধ্যমে কীভাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আশ্রয়ে অনুগ্রহ পাওয়া যায়। অন্য যেকোন দরবারের তুলনায় কুতুববাগ দরবার শরীফ বেশ ভিন্ন বৈশিষ্টের। এখানে শতভাগ শরিয়তের শিক্ষা দেওয়া হয়। শরিয়ত, তরিকত ও হাকিকতের সিঁড়ি বেয়ে কীভাবে মারেফতের পরম স্তরে উপনীত হতে হয়, সে শিক্ষাই খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান দিয়ে থাকেন। পবিত্র শবে মেরাজে মানুষের জন্য অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপহার যে সালাত বা নামাজ, তা যে কোন বিবেকবান মানুষমাত্রেই স্বীকার করবেন। নামাজের স্বাদ আহরণ করার জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন আপন আপন কলব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা, তথা কলব চিনে নেওয়া। বছরের পর বছর মহান আল্লাহর একাত্ববাদের এই কাজটি করে আসছেন জামানার হাদি খাজাবাবা কুতুববাগী পীরকেবলাজান। মহান এই তাপসগুরুর সান্নিধ্যে আসলে প্রথমেই কলবের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। নামাজের সময় যেভাবে খেয়াল কলবের দিকে সন্নিবেশিত রাখতে হয়, সেই শিক্ষা দেন খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান। আর এই শিক্ষাই মানুষকে নিয়ে যায় নামাজের স্বাদ আস্বাদনের দিকে। হুজুরি দিলে নামাজ আদায়ের জন্য প্রতিটি ওয়াক্তের নামাজে নির্দেশনা দেয়া হয় এই দরবার শরীফে। হুজুরি দিলে নামাজ মানুষকে নিয়ে যায় পরম স্তরে, যার আকাঙ্ক্ষা থাকে জ্ঞানবান প্রতিটি মানুষের বিকশিত চেতনায়।
লেখক : সিনিয়র সাংবাদিক

মেরাজের উপহার নামাজ : প্রয়োজন হুজুরি দিল

খালেদ ফারুকী আল মোজাদ্দেদি

পবিত্র শবে মেরাজের ঘটনা মুসলমানরা চরম ও পরম সত্য বলেই জানেন ও বিশ্বাস করেন। পবিত্র শবে মেরাজে আমাদের প্রিয় মহানবীকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সপ্তম আসমানের উপরের জগতের বিস্ময়কর অজানা অনেক কিছুই দেখিয়েছেন। তবে মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বড় যে উপহার মেরাজ থেকে নিয়ে এসেছেন, তা হলো নামাজ। সঠিকভাবে নামাজ আদায়ের শিক্ষা দিয়ে থাকেন, নকশবন্দিয়া-মোজাদ্দেদিয়া তরিকার এ জামানার প্রধান ধারক ও বাহক হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী কেবলাজান।

> তাপসদের কথা আলাদা। নামাজ শুধু পড়ার বিষয় না। এটি পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মস্থ করার ব্যাপার, উপলব্ধির ব্যাপার। আত্মপোলব্ধি না থাকলে নামাজে নিজেকে সঁপে দেওয়া বা নামাজের আনন্দ আস্বাদন করা সম্ভব না। এই ধরণের নামাজ শিক্ষা পৃথিবীর সবখানে পাওয়া যায় না।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মানবজাতির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া একটি বড় উপহার, একটি অনন্য নিয়ামত। নামাজের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মুখোমুখি হয় মানুষ। নামাজে দাঁড়ানোর পর মানুষ সরাসরি আল্লাহমুখি হয়ে যান। দুনিয়ার কোন কিছুই আর তার খেয়ালে থাকে না। তবে অন্তরাত্মা দিয়ে পরম করুণাময়ের ইবাদত করা ইহজাগতিক সত্ত্বায় নিমগ্ন দুনিয়াদারির সাধারণ মানুষের পক্ষে কতটা সম্ভব তা নামাজ আদায়কারী ব্যক্তি ছাড়া আর কারো পক্ষে অনুধাবন করা সম্ভব না। নামাজের মাধ্যমে মানুষ দৈনিক পাঁচবার আনুষ্ঠানিকভাবে আল্লাহর কাছে হাজির হন। মানুষ নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আনুগত্য করে, ক্ষমা চায়, আশ্রয় চায়, প্রশ্রয় চায়, মঙ্গল চায়- এক কথায় সাধারণ মানুষের অন্তঃকরণের সরল প্রার্থনা নামাজের মাধ্যমেই আল্লাহর কাছে করে। তবে জ্ঞান তাপসদের কথা আলাদা।

নামাজ শুধু পড়ার বিষয় না। এটি পূর্ণাঙ্গরূপে আত্মস্থ করার ব্যাপার, উপলব্ধির ব্যাপার। আত্মপোলব্ধি না

৩-এর পাতায় দেখুন

ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত বিষয় সূফীবাদ বিশ্বে সুপরিচিত

সেহাঙ্গল বিপ্লব আল মোজাদ্দেদি

> ধর্ম নিয়ে যারা গোরামী করতেন তাদের শিখিয়েছেন কীভাবে ধর্ম-কর্ম পালন করতে হয়। এবং আঁধারে ডুবে যাওয়া সমাজকে তরিকার আলোকিত পথে এনে বুঝিয়েছেন, রাসুল (সঃ) এর সত্য তরিকায় মুজাদ্দেদিয়া আদর্শের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কেন? এবং কী?

সূফীবাদের দীক্ষালয়ে ভর্তি হয়ে আমিত্বের পরিবর্তন ও আত্মশুদ্ধির সাধনায় অগনিত পবিত্র আত্মার সহযাত্রী হতে পেরে, নিজেকে অতি ভাগ্যবান মনে করি। কেননা নিজেকে চেনা বা জানার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম লাগে, এ কথা কুতুববাগ দরবার শরীফে কেবলাজানের কাছে এসেই প্রথম জেনেছি। আমরা জানি প্রধান চার তরিকার শেষ তরিকা 'মোজাদ্দেদিয়া' তরিকা। এই তরিকার ইমাম হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানি (রহঃ) ছিলেন সংস্কারক। ওই সময় ইসলাম তথা ধর্ম নিয়ে যারা গোরামী করতেন তাদের শিখিয়েছেন কীভাবে ধর্ম-কর্ম পালন করতে হয়। এবং আঁধারে ডুবে যাওয়া সমাজকে তরিকার আলোকিত পথে এনে বুঝিয়েছেন, রাসুল (সঃ) এর সত্য তরিকায় মুজাদ্দেদিয়া আদর্শের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কেন? এবং কী? যে আদর্শের মধ্যে ধ্যান-মোরাকাবার সাধনা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যা মানুষের দৈনন্দিন শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনে সুস্থ-স্ববল থাকারও একটি অকল্পনীয় উপায়! যেমন গুরু ছাড়া শিষ্য হয় না, তেমনই একা একা কোন সাধনাও হয় না। আর তাই তো স্বয়ং রাসুল (সঃ) মহান আল্লাহর নির্দেশে তাঁর কুদরতী হাতের ওপর হাত রেখে বাইয়াত পড়েছেন এবং আল্লাহতায়ালারই ধ্যান-মোরাকাবা করেছেন। তাহলে সাধারণদের বেলায় কি এর উল্টো কিছু হওয়া সুযোগ আছে? নাই। কারণ, আল্লাহর নির্দেশেই রাসুল (সঃ) বাইয়াতের মাধ্যমেই মানুষের কাছে কালিমা ও ইসলাম প্রচার করেছেন এবং যুগে যুগে সেই ধারাবাহিকতা বহন করে আসছেন পীরকামেলরা। আমাদেরকেও তাঁদের পবিত্র হাত ধরে বাইয়াত হতে হবে। আমরা অনেকেই

৩-এর পাতায় দেখুন

সূফীবাদের আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ বইটি পাওয়া যাচ্ছে কুতুববাগ দরবার শরীফ ৩৪ ইন্দ্রিরা রোড, ফার্মগেট ঢাকা। ডাক যোগে পেতে যোগাযোগা করুন- ০১৭২৩৪৮২২৯৪

আমরা সত্য ইসলামের তরিকায় কামেল মুর্শিদের অনুসারি

❑ নুরুল আমিন বাবু

কুতুববাগী কেবলাজানের সান্নিধ্যে সাত বছর পেরিয়ে আট বছরে পদার্পণ করলাম। এই সময়ে বাবাজান এর কাছে নিয়মিত আসা-যাওয়া করি। প্রথম এসেছিলাম দোয়া নেবার জন্য। বাবাজানকে দেখার পর মনে হলো, যেন রাসুল (সঃ) এর প্রতিচ্ছবি দেখছি। আমরা নবীজিকে দেখিনি, আল্লাহর অলিকে দেখে অন্তরে ভীষণ প্রশান্তি অনুভব করলাম। আর মনে মনে স্থির করে নিলাম যে, আমার দুনিয়া ও আখেরাতের প্রকৃত অভিভাবক পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ! বাবাজানের পবিত্র জবানিতে অনেক মহামূল্যবান নছিহত শুনেছি, যা আর কখনো কোন মুফতী মোহাদ্দেছ বা কোন পণ্ডিত, শিক্ষাবিদের আছেও শুনতে পাইনি। বাবাজান শরিয়ত ও মারেফতের শিক্ষা দিয়ে থাকেন এবং বাবাজানের কাছে আসার পরেই জেনেছি, শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফতের সমন্বয়ে হলো পরিপূর্ণ ইসলাম। এ কথা দ্বিতীয় আর কারো কাছে শুনতে পাইনি। রাসুল (সঃ) মোরাকাবা করেছেন দীর্ঘ পনের বছর হেরা গুহায়। কিন্তু বর্তমনে শরিয়তের কোন আমলের মধ্যে মোরাকাবার প্রাধান্য পায় না। রাসুল (সঃ) এর ওফাতের পর, বেলায়েতে মাশায়েকদের জামানা শুরু হয় এবং বেলায়েতের মাশায়েখগণ এই মোরাকাবা শিক্ষা দিয়ে আসছেন। যে মোরাকাবা দ্বারা একজন মানুষ তার আপন সত্বাকে চিনতে পারেন। বাবাজানের কাছে আসার পর এই মোরাকাবার শিক্ষাই পেয়েছি। বাবাজান শরিয়তের পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হুজুরি দিলে আদায় করার সাথে সাথে অজিফা আমলের শিক্ষাও দিয়ে থাকেন। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ, কর্মকাণ্ড, চালচলন, কথাবার্তা সবকিছুতেই রাসুল (সঃ) এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাবাজানকে দেখেছি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতির সমাধান করেন। বাবাজানকে কখনও কোন বিষয়ে চিন্তিত কিংবা বিচলিত হতে দেখিনি। এখানেই প্রমাণ পাই আল্লাহতায়ালা পবিত্র কোরআনের সূরা ইউনূসের ৬২ নং আয়াতে বলেছেন– 'আলা-ইন্না আউলিয়া-আল্লা-হি-লা খাওফুন আলাইহিম অলা-হুম ইয়াহ্জানুন।' অথাৎ, সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহর অলিগণের কোন ভয় নাই এবং তারা চিন্তাযুক্তও হবেন না।' বাবাজান বলেন– 'হিংসা মানুষের সকল পুণ্যকে খেয়ে ফেলে।' বাবাজান সকলপ্রকার হিংসা বিদ্বেষ হানাহ-নি পরিহার করো', 'অন্যের দোষ দেখার আগে নিজের দোষ তালাশ করার কথাও বলেছেন। ইসলাম কোন প্রকার কুসংস্কার কিংবা কোনপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতার স্থান নেই। রাসুল (সঃ) জাহিলিয়াতের যুগে মানুষকে পাপাচার, কু-সংস্কার থেকে মুক্ত করে সভ্যতার পথ দেখিয়েছেন এবং জাহেরি ও বাতেনি শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করেছেন সত্য ইসলাম। যে ইসলামের চারটি স্তর শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত। বর্তমান বিশ্বে একমাত্র কুতুববাগী বাবাজানের কাছেই আছে সেই শিক্ষা-দীক্ষা, যার আদর্শ নিয়ে আমরা এই সত্য ইসলামের তরিকার অনুসারি।

বিশ্বাস থাকলে মনে প্রেম করো গোপনে

❑ এইচ মোবারক

বিশ্বাস আর ভালোবাসার সমন্বয়ে মানুষের জীবন। এ দু'টির মধ্য হতে একটিতেও যদি ঘুণে ধরে তাহলে সেটা কোন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা হতে পারে না। বিশ্বাসের কয়েকটা স্তর রয়েছে। এক নিজের প্রতি বিশ্বাস দুই মুর্শিদের প্রতি বিশ্বাস। হিসেব করলে দেখা যায় পৃথিবীতে সবচেয়ে দামী বস্তুটার নাম হচ্ছে বিশ্বাস। এটা না হলে পৃথিবীর সব কিছুই যেন মূল্যহীন। জীবনের প্রথম চোখ মেলে যখন মা'কে দেখেছিলাম তখন জানতাম না তিনিই আমার মা। মহান রাব্বুল আলামীন ছোট্ট মনটার ভিতর এমন একটা বিশ্বাসের অঙ্কুর এঁকে দিলেন যে, অনায়াসেই মেনে নিলাম তিনিই আমার মা। তাইতো পরম নির্ভরতায় মায়ের বুকে মাথা রেখে শিশুকাল কাটে আমাদের। মায়ের কোল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নিরাপদ স্থান। তেমনি মুর্শিদের দৃষ্টিও মুরিদের জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রহমত। এ বিষয়টা মাত্র কিছুদিন আগেও তেমন একটা বুঝতাম না। যেদিন থেকে আমি আমার মাওলা, আমার কেবলা কাবা, নূরের পুতুল আরেফে কামেল, মুর্শিদে মোকাম্মেল, বর্তমান জামানার মোজাদ্দেদ সূফীবাদের বিশ্বপ্রচারক শাহসূফী আলহাজ মাওলানা হযরত সৈয়দ জাকির শাহ নকশবন্দি

৩-এর পাতায় দেখুন

ইয়া আল্লাহু ইয়া রাহমানু ইয়া রাহিম ইয়া রাহমাতাল্লিল আলামিন
মানব সেবাই পরম ধর্ম –খাজাবাবা কুতুববাগী

২৪ ঘণ্টা সেবা দেওয়া হয়
+এম এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
+M Ambulance Service
ICU, CCU, NICU & PICU
লাইফ সাপোর্ট এ্যাম্বুলেন্স, লাশবাহী ফ্রিজিংসহ সকল প্রকার গাড়ি ভাড়া দেয়া হয়।
বি:দ্র: জরুরীভিত্তিতে রোগীদের জন্য এসি, নন-এসি, অক্সিজেন, আইসিইউ, সিসিইউ, এনআইসিইউ এবং পিআইসিইউ গাড়ির ব্যবস্থা আছে
৭/৪, ব্লক-সি, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭।
মোবাইল : ০১৭১৬-২৬৯০৩৮, ০১৮১৯-২৭০১৫৭
www.ambulancem.com

সম্পাদক : নাসির আহমেদ আল মোজাদ্দেদি, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৫৮১৫৬৫২৮, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikatmaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.